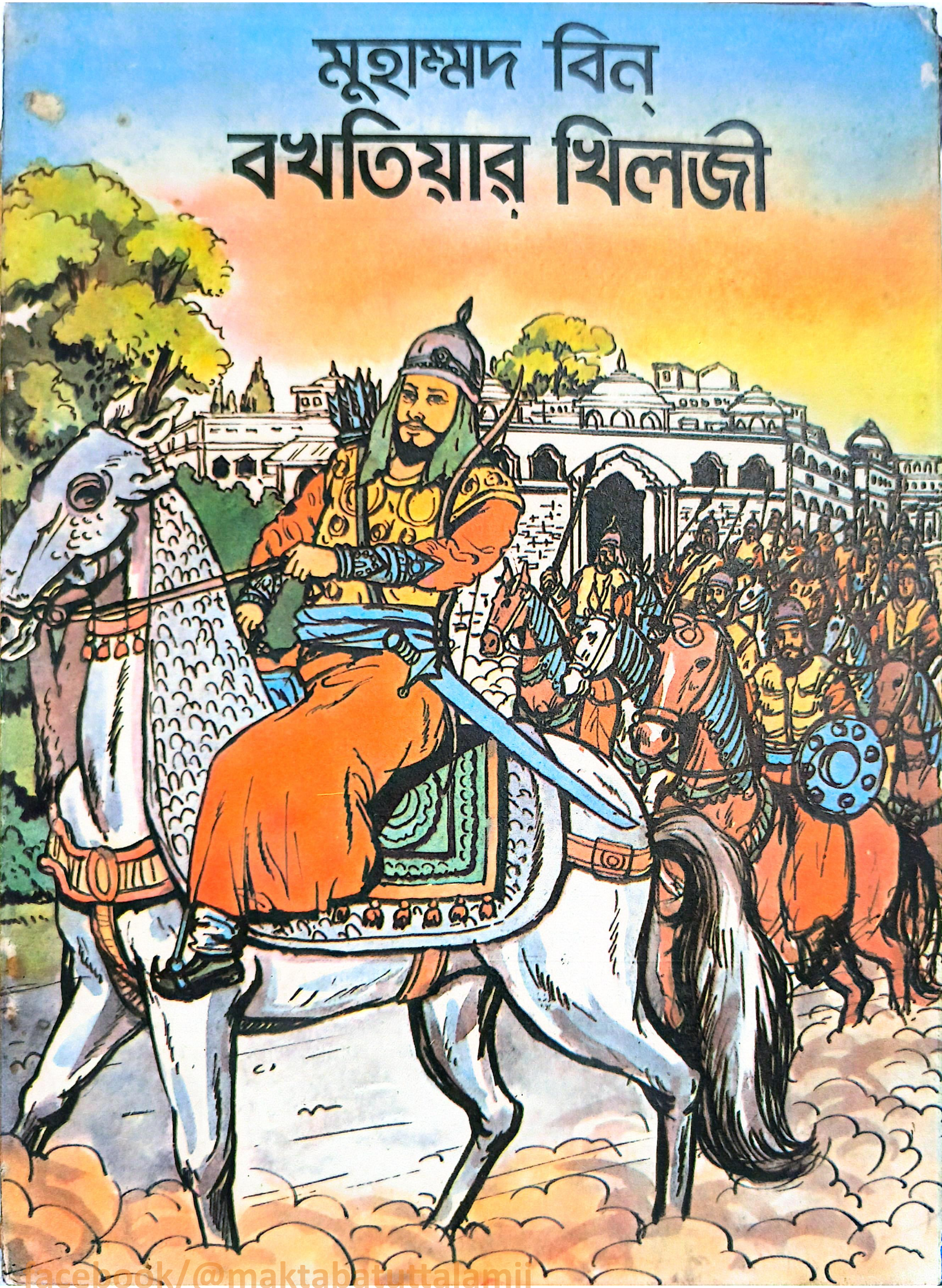
মুহাম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজী



facebook/@maktabatuttalamij

মুহাম্মদ বিন
বখতিয়ার খিলজী

লেখক—এ. কে. এম. মহিউদ্দীন ঃ শিল্পী—শামসুজ্জোহা

ইফাবা প্রকাশিত গ্রন্থ—১১১৩

শিশু-কিশোর ,, —৩২৬

ইফাবা গ্রন্থাগার নং—৯২৩·১৫৪১৪

প্রথম সংস্করণ —অক্টোবর, ১৯৮৪

প্রকাশক —মোসলেম উদ্দিন
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ঢাকা-২

মুদ্রণ (প্রচ্ছদ) —এ্যাবকো প্রেস লিঃ
৬-৭, আওলাদ হোসেন লেন
ঢাকা-১

(ভেতরের) —তিতাস প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং
২৩, যদুনাথ বসাক লেন, ঢাকা-১

বাঁধাই —জহির এণ্ড সন্স
৫০, জিন্দাবাহার প্রথম লেন
ঢাকা-১

মুদ্রণ সংখ্যা —১০,৩০০

মূল্য —দশ টাকা

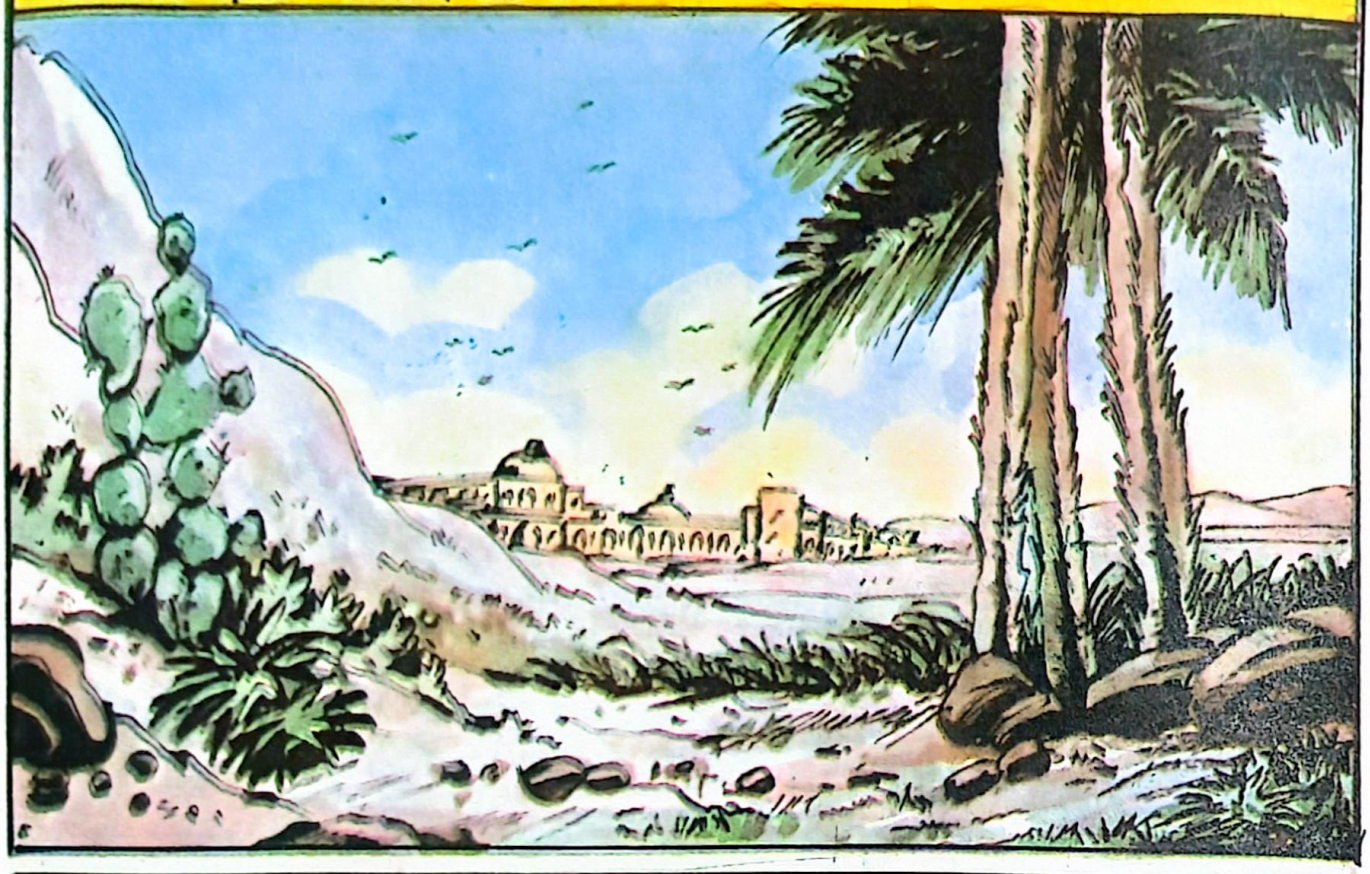
MUHAMMAD-BIN-BAKHTIAR KHILJI ঃ Written by A. K. M. Mahiuddin (Life Sketch of Muhammad-Bin-Bakhtiar Khilji, first Muslim Conquerer of Bengal). Published by Moslemuddin, Shishu-Kishore Grantha Prokashana, Islamic Foundatien Bangladesh, Dhaka. Price **Tk. 10·00**

facebook/@maktabatuttalamij

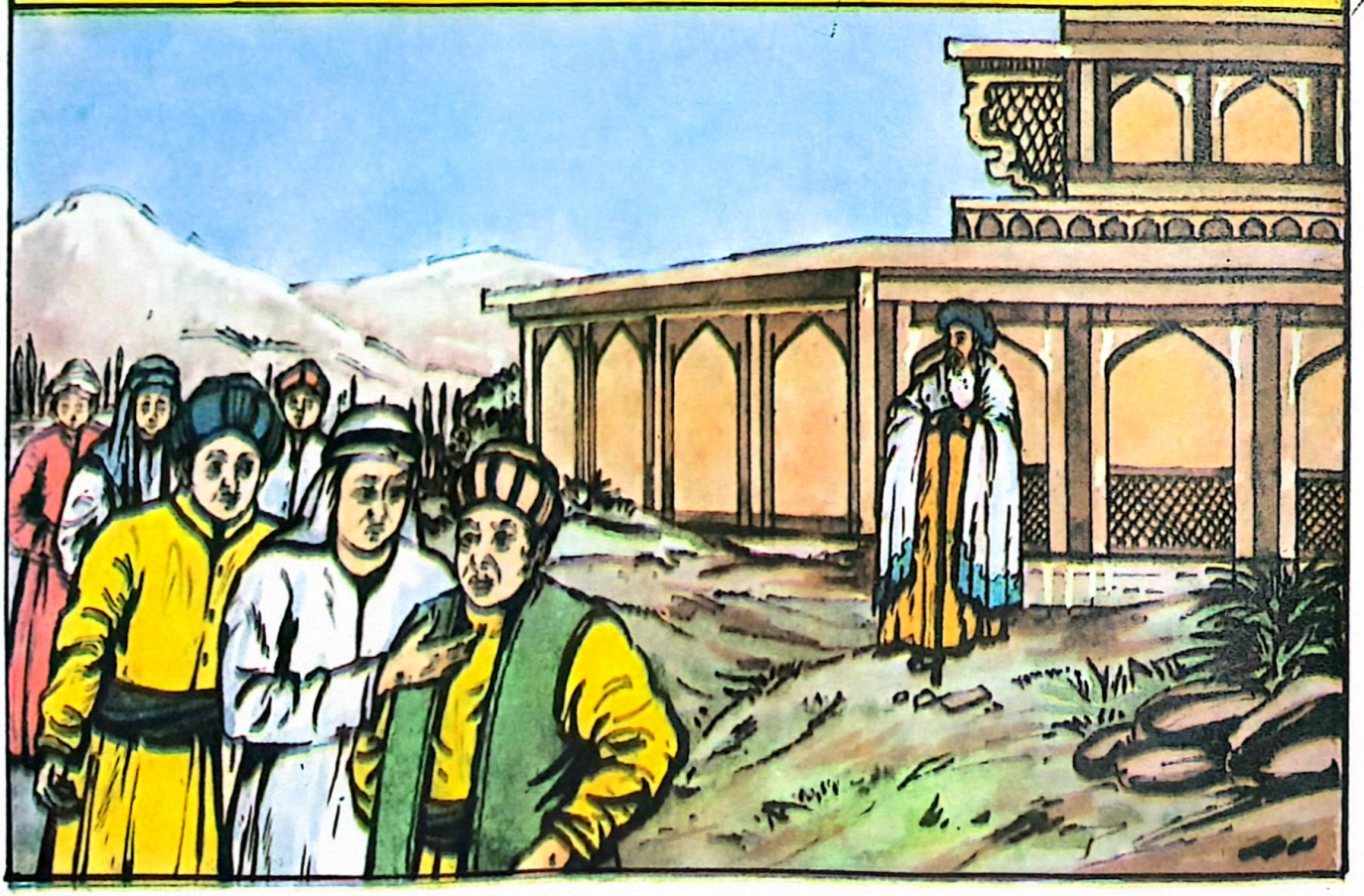


facebook/@maktabatuttalamij

মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর পুরো নাম ছিল ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন-বখতিয়ার খিলজী। শৈশবে সে খুব মেধাবী ছাত্র ছিল। পারশ্যের সিস্তানের পাহাড়ী এলাকার একাত মক্তবে সে পড়তো। সেখানেই তার জন্ম।



একদিন খেলার মাঠে ছাত্রদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হলো। ওস্তাদজী তা লক্ষ্য করলেন।



facebook/@maktabatuttalamij

এমন সময় ইখতিয়ার খেলার মাঠে প্রবেশ করলো।

তোমরা সবাই ওখানে কি করছো? ক্লাসে যাও, ওস্তাদজী এসেছেন।

ইখতিয়ারের আদেশে ছাত্ররা যে-যার শ্রেণীতে চলে গেলো।

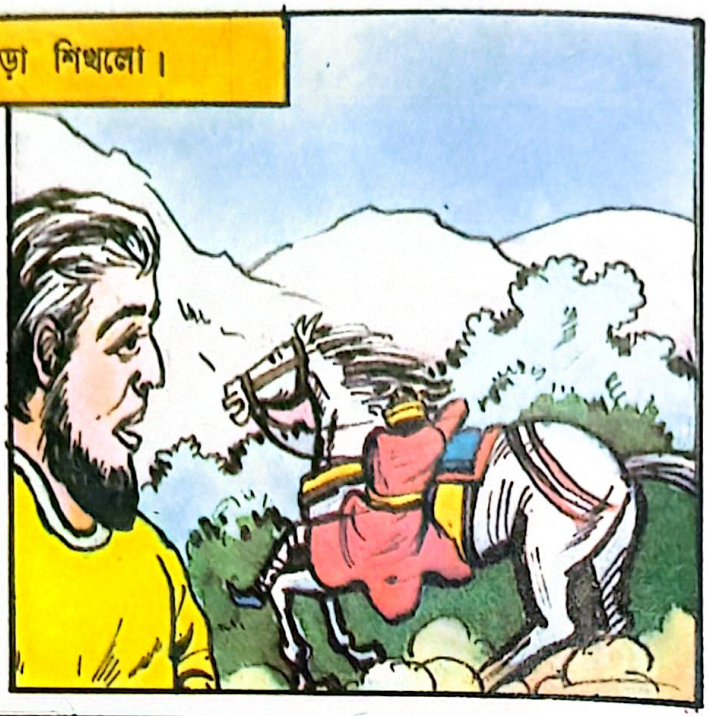
ওস্তাদজী এসে ইখতিয়ারকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

দেখলে বাবা, তোমাকে দেখে ওদের সব ঝগড়া থেমে গেলো। দোআ করি, তুমি বড় হও।

facebook/@maktabatuttalamij

ইখতিয়ার অসি চালনা শিখলো। ঘোড়ায় চড়া শিখলো।





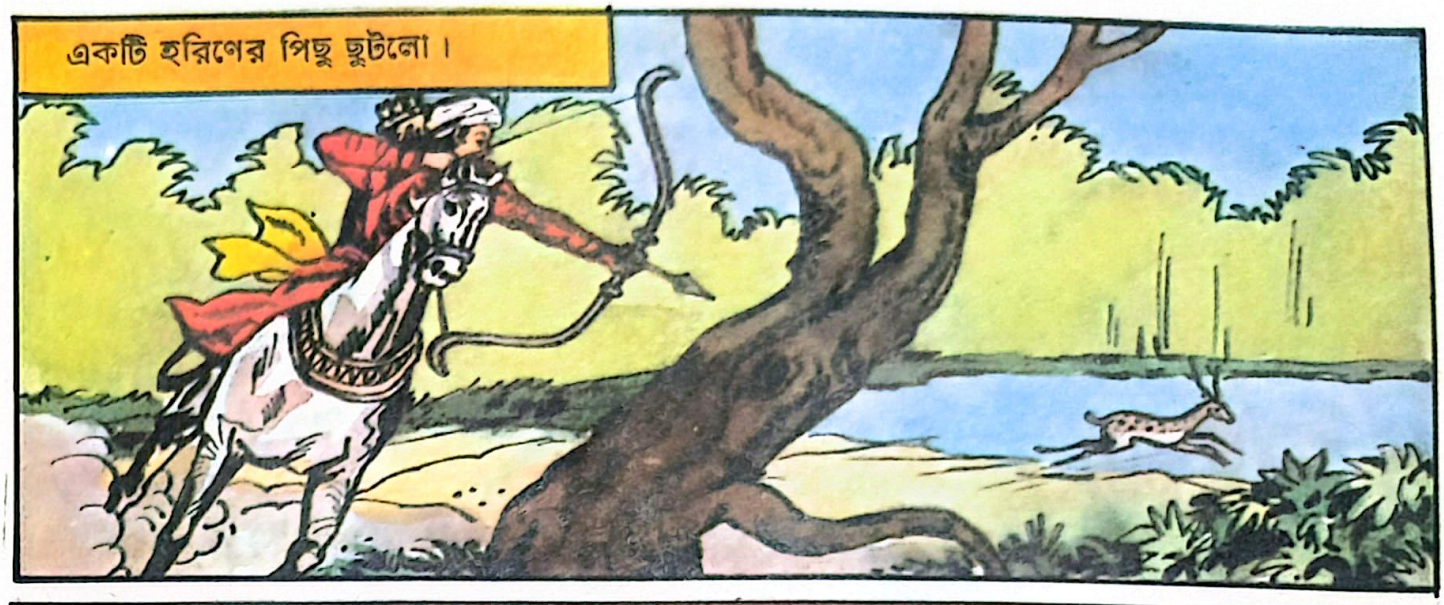
অসি চালনায় ইখতিয়ার হলো সবার সেরা।



ইখতিয়ার বনে শিকারে বের হলো।



facebook/@maktabatuttalamij







facebook/@maktabatuttalamij

আম্মা তখন নামায পড়ছিলেন। ইখতিয়ার হরিণটি নিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

নামায শেষ হলে ইখতিয়ার আম্মার কাছে এসে বসলো।

আম্মা, আমি সুলতানের সেনা-বাহিনীতে যোগ দিতে গজনী যাচ্ছি আপনি দোআ করুন।

ইখতিয়ারের মাথায় হাত বুলিয়ে দোআ করলেন আম্মা।

আল্লাহ তোমার ভালো করুন তোমার মনের মকসুদ পুরা হোক।

একটি কাপড়ের থলে আর পানির পাত্র কাঁধে ঝুলিয়ে ইখতিয়ার ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হলো।

গজনীতে পৌঁছে একটি সামরিক ছাউনীতে প্রবেশ করলো সে।

সোজা সেনাপতির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

কি চাও, যুবক ?

আপনার সেনাদলে ভর্তি হতে চাই।

facebook/@maktabatuttalamij

সেনাপতি দু'জন সৈনিককে তলব করলেন। বললেন—

শোনো, এই যুবককে নিয়ে যাও। এর উচ্চতা আর ওজন মেপে দেখো।

নসিব মন্দ। উচ্চতায় কম হলো ইখতিয়ার।

ভাই উচ্চতায় কম হওয়ায় তোমাকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা গেল না।

সে হতাশ হয়ে ফিরে চললো। চলতে চলতে আপন মনে বলতে লাগলো—

নাহ্, আর ঘরে ফিরে যাবো না। দিল্লীর শাসক কুতুব উদ্দীন আইবেকের কাছে গিয়ে চাকরির চেষ্টা করবো।

ইখতিয়ার দিল্লীতে এসে হাযির হলো।

সেনাপতির দফতরে গেলো ইখতিয়ার। সেখানেও উচ্চতায় কম হলো সে।

সব দিক দিয়েই তুমি ঠিক আছো যুবক। কেবল উচ্চতায় কম। অন্য কোথাও চেষ্টা করে দেখো।

এখানেও বিফল হলো সে।

বেশ, তাই হবে। তবে আর সৈনিক নয়, এবার সেনাপতি হবো। দেখি, বদায়ুনে গিয়ে কি হয়।

facebook/@maktabatuttalamij

এরপর গেলো বদায়ুনের সিপাহসালার মালিক হিযবার উদ্দীনের দরবারে।







বদায়ুনের সিপাহসালার ইখতিয়ারকে একজন সাধারণ সৈনিকের চাকরি দিলেন।



সাধারণ সৈনিকের চাকরি ইখতিয়ারের বেশীদিন ভালো লাগলো না।



facebook/@maktabatuttalamij

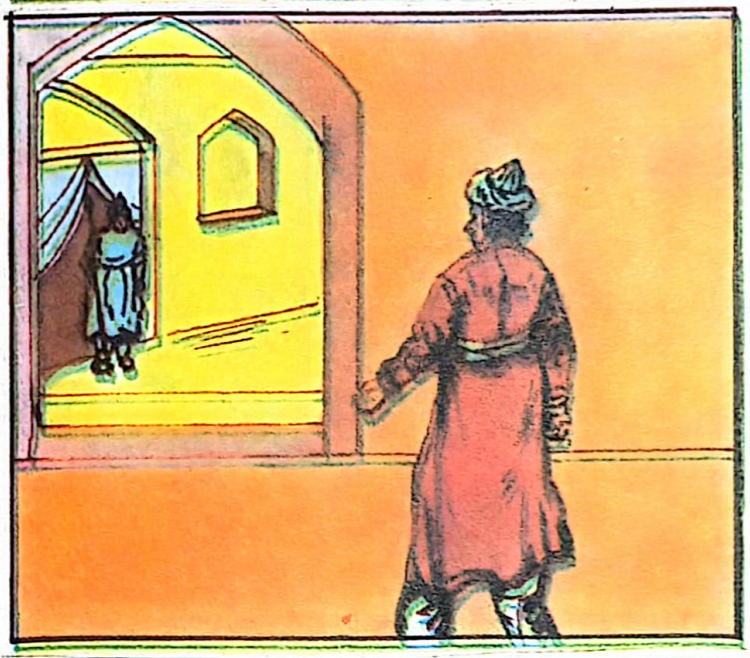
এবার অযোধ্যার সুলতান হুশাম উদ্দীনের দরবারে গেলো ইখতিয়ার।

জাহাঁপনা, দয়া করে আমাকে একটি চাকরি দিন।

তোমাকে বেশ বুদ্ধিমান আর সাহসী মনে হচ্ছে। তোমাকে খবর সংগ্রহের কাজ দিলাম। ভালো কাজ করলে এনাম পাবে।

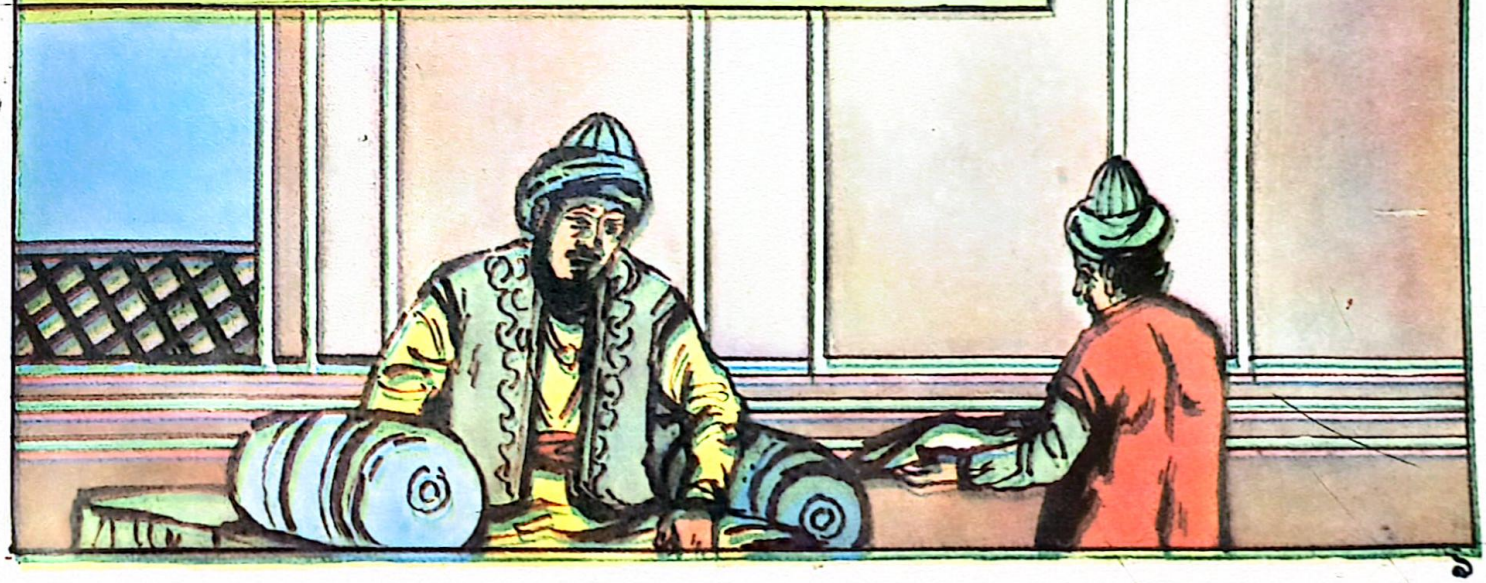
ইখতিয়ার ঘুরে ফিরে খবর সংগ্রহ করতে লাগলো।







প্রধান উযিরকে রাজ্যের হাল-হকিকত জানালো ইখতিয়ার।



facebook/@maktabatuttalamij





facebook/@maktabatuttalamij

ইখতিয়ার আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া আদায় করলো।

তোমার অসীম দয়া, হে আমার আল্লাহ্‌। আমাকে শক্তি আর সাহস দাও। আমিন!

দু'টি পরগনার জায়গীরদার হলেন ইখতিয়ার খিলজী। প্রজাদের ডেকে বললেন—

আমি শাসক নই। আমি আপনাদের সেবক। আসুন, সবাই মিলে একযোগে দেশ গড়ি।

মারহাবা! মারহাবা!

জনৈক আলেমকে ডেকে বললেন—

আপনার উপর দায়িত্ব রইলো গ্রামে-গঞ্জে মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ স্থাপন করুন।

facebook/@maktabatuttalamij

একজন সমাজকর্মীকে বললেন—

এলাকার সর্বত্র রাস্তা-ঘাট, পুকুর যত শিগগির হয় তৈরি করুন।

ইখতিয়ার তহশিল অফিসে গেলেন।

সাবধান, খাজনা আদায়ের ব্যাপারে প্রজাদের ওপর জুলুম করবেন না।

কোতোয়ালকে ডেকে বললেন—

আমার এলাকায় যেন একটিও চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি না হয়। প্রজারা যেন রাতে দুয়ার খুলে ঘুমোতে পারে।

ইখতিয়ার এবার সেনাবাহিনী গঠনে মন দিলেন। ঘোষককে আদেশ দিলেন—

সারা এলাকায় ঘোষণা করে দিনঃ আমার সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি করা হবে।

facebook/@maktabatuttalamij

ইখতিয়ারের সেনাবাহিনীতে দলে দলে লোক এসে ভর্তি হতে লাগলো।

এবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন ইখতিয়ার।

সেনাপতি, যুদ্ধের সব আয়োজন শেষ করুন। আমরা উদন্তপুর বিহার অভিযানে বের হবো।

জাহাঁপনা, আমার বাহিনী প্রস্তুত।

ইখতিয়ার উদন্তপুর অভিযানে বের হলেন।

বীর জংগী বাহিনী, ঐ দেখা যায় উদন্তপুর দূর্গ! বীর বিক্রমে এগিয়ে চলো।

মুসলিম বাহিনী দুর্গ-প্রাচীর ভেংগে ভেতরে ঢুকে পড়লো। দুশমনেরা প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারলো পালিয়ে গেলো।

facebook/@maktabatuttalamij

ভীষণ যুদ্ধের পর উদন্তপুর বিহার ইখতিয়ারের দখলে এলো। উযিরকে ডেকে বললেন—

এখানে একটি থানা পত্তন করে এলাকায় শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করুন।

ইখতিয়ার এবার বংগ বিজয়ের প্রস্তুতি নিলেন। সেনাপতিকে ডেকে বললেন—

বংগ বিজয় না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। সেনাবাহিনীকে তৈরী হওয়ার নির্দেশ দিন।

জানবাজ তিন হাযার ঘোড়সওয়ার আর পাঁচ হাযার পদাতিক সৈন্য প্রস্তুত, জাহাঁপনা।

ইখতিয়ার বংগ বিজয়ে রওয়ানা হলেন।

গুপ্তচরের মুখে খবর জেনেছি, মহারাজা লক্ষণসেন এখন নদীয়ায় আছেন।

জাহাঁপনা, তাছাড়া, নদীয়া শহরটিও এখন অনেকটা অরক্ষিত।

অতর্কিতে আক্রমণ করতে হবে আমাদের।

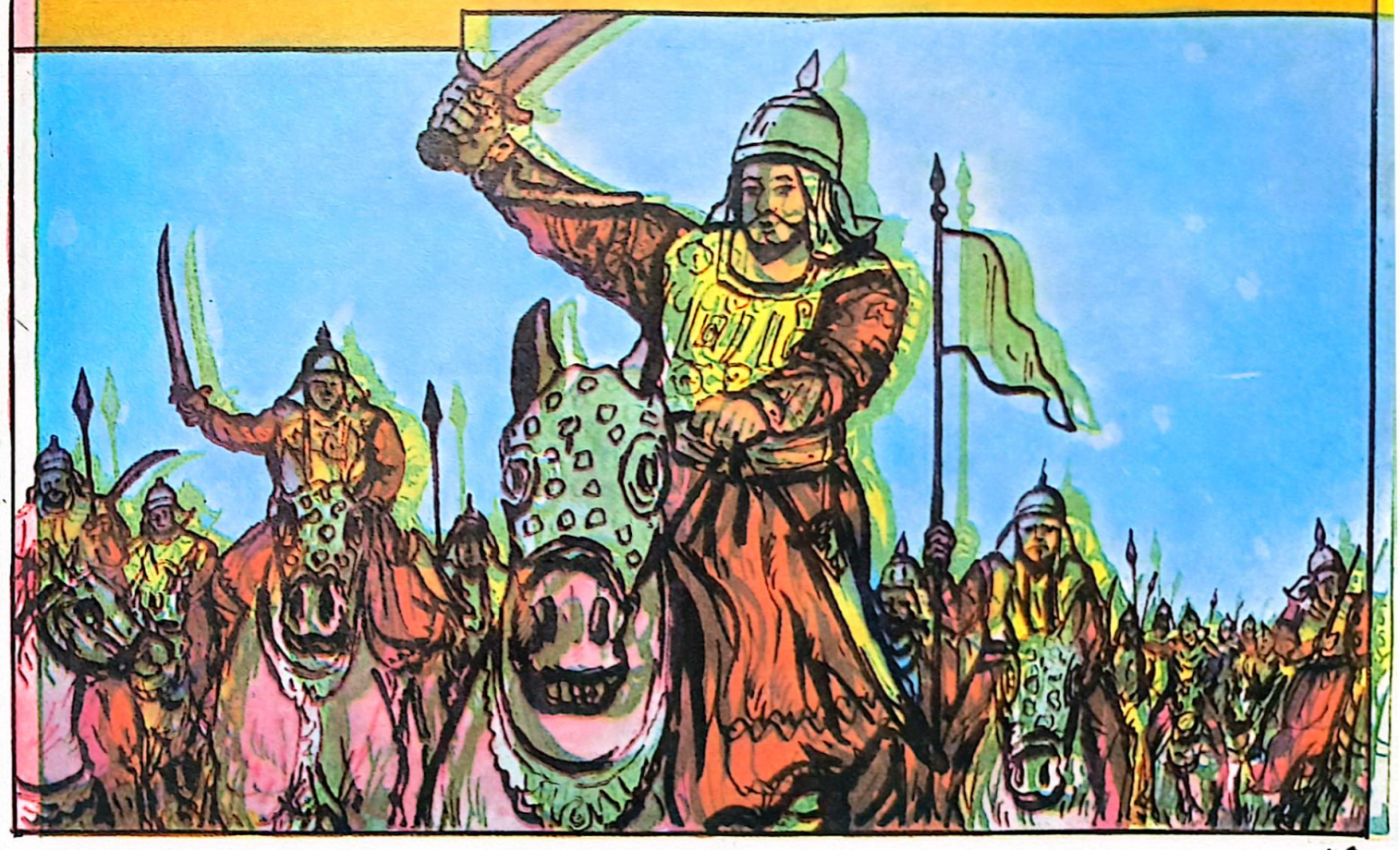
ঝড়ের গতিতে এগিয়ে দুশমনদের খতম করে দেবো আমরা।

facebook/@maktabatuttalamij

নদীয়ার অনতিদূরে পৌঁছে ইখতিয়ার সৈন্যদের উদ্দেশ করে বললেন—

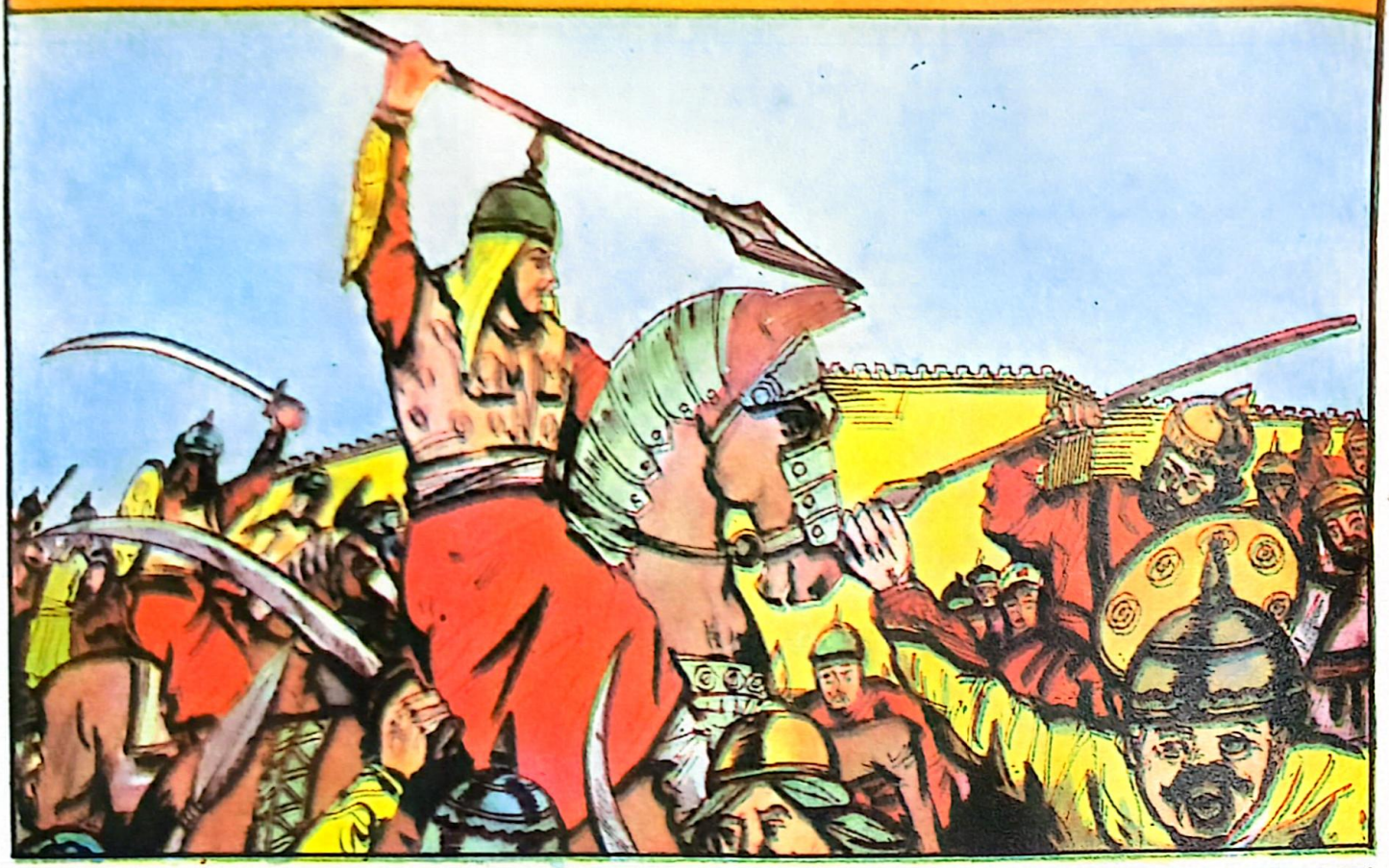


ইখতিয়ার ভীষণ বেগে ঘোড়া ছুটালেন। ১৭ জন জংগীসহ মূলবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।



facebook/@maktabatuttalamij

ইখতিয়ার প্রাসাদ রক্ষীদের আক্রমণ করলেন। শুরু হলো লড়াই।



প্রাসাদের ভেতর থেকে কয়েকজন সভয়ে তা লক্ষ্য করলো।



facebook/@maktabatuttalamij

একজন দৌড়ে অন্দর মহলে গেলো খবর দিতে। মহারাজা তখন জ্যোতিষীর নিকট গণাপড়া নিয়ে ব্যস্ত।



দূত অন্দর মহলে গিয়ে মহারাজাকে খবর দিলো।



সচকিত মহারাজা লক্ষণ সেন ভয়ে সিউরে উঠে বললেন—







facebook/@maktabatuttalamij

পরিবার পরিজন নিয়ে মহারাজা গোপনে নৌকায় চড়ে সোনার গাঁয়ের দিকে চললেন। পথে মহারাণী বললেন—



যুদ্ধ জয় করলেন ইখতিয়ার। তিনি হলেন বাংলার প্রথম মুসলিম সুলতান।



এরপর ইখতিয়ার একে একে পশ্চিম ও উত্তর বংগের সব এলাকা দখল করলেন।



ইখতিয়ার এবার অযোধ্যার নবাবের দরবারে উপহার পাঠানোর জন্য উযিরকে আদেশ দিয়ে বললেন—



facebook/@maktabatuttalamij

উযিরের কথায় ইখতিয়ার খুব খুশী হলেন। বললেন—

উযির, বাংলা-বিহারের শাসক হিসাবে আমার পক্ষ থেকে উপঢৌকন পাঠিয়ে দিন।

হ্যাঁ, এ কথাও লিখে দেবেন, আমাদের বাহুবলে গজনী সালতানাতের পূর্ব সীমান্ত শত্রুমুক্ত।

ইখতিয়ার এবার গৌড় দখল করার জন্য সেনাপতিকে পাঠালেন একদল সেনার সাথে।

জাহাঁপনা, সুসংবাদ। আমরা রাজধানী গৌড় দখল করেছি।

শাবাস! সেনাপতিকে আমার শুকরিয়া জানাবেন। আর বলবেন, দেবকোটে নয়া রাজধানী স্থাপন করতে।

facebook/@maktabatuttalamij

ইখতিয়ার এরপর নতুন রাজধানী দেবকোটে গেলেন। সেখানেই বাস করতে লাগলেন।









facebook/@maktabatuttalamij

বিজয়ী ইখতিয়ার এবার অভিযান চালালেন তিব্বতের দিকে।

সেনাপতি, এবার হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতে অভিযান চালাবো। আপনি অশ্বারোহী বাহিনীকে প্রস্তুত করুন।

জো হুকুম, জাহাঁপনা।

ইখতিয়ার হিমালয় অতিক্রম করছেন।

facebook/@maktabatuttalamij

তিব্বতের সমতল ভূমিতে পৌঁছলেন ইখতিয়ার। শত্রুর সংগে ভীষণ লড়াই শুরু হলো।

নওজোয়ান মুসলিম ভাইয়েরা, হিম্মত রাখো আল্লাহ আমাদের সহায় আছেন, জয় আমাদের হবেই।



হঠাৎ ভীষণ ঝড় এলো। মুসলিম বাহিনী বিপাকে পড়ে গেলো।

সেনাপতি, ঝড় না উঠলে আজই আমরা জয়ী হতে পারতাম।

জাহাঁপনা, বাইরে ভীষণ ঝড় চলছে।

তাইতো, হাড়-কাঁপানো শীতও যে শুরু হয়েছে।

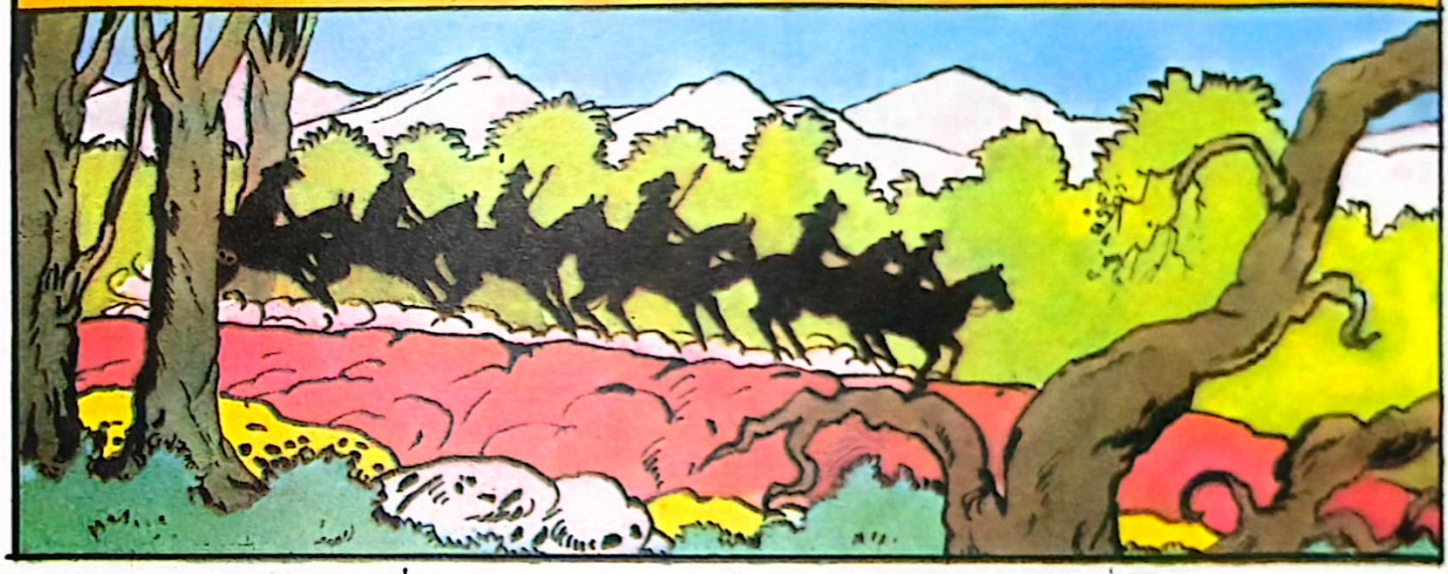
তুষার ঝড় জাহাঁপনা। আমাদের তাঁবুগুলো উড়ে যাচ্ছে।

facebook/@maktabatuttalamij

ঝড়ে সব তাঁবু ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উড়ে গেলো। মারা পড়লো অনেক সৈন্য।



ইখতিয়ার বাদবাকি সৈন্য নিয়ে দেবকোটে ফিরে এসেই জ্বরে শয্যাশায়ী হলেন।



দিন কয়েক পর সেনাপতি আলী-মর্দান বিষ-মিশ্রিত পানি খাইয়ে তাঁকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করলেন।



বেঈমান আলী মর্দান মনে মনে ভাবলেন, এইতো সুযোগ। চটপট পানিতে বিষ মেশালেন।



facebook/@maktabatuttalamij



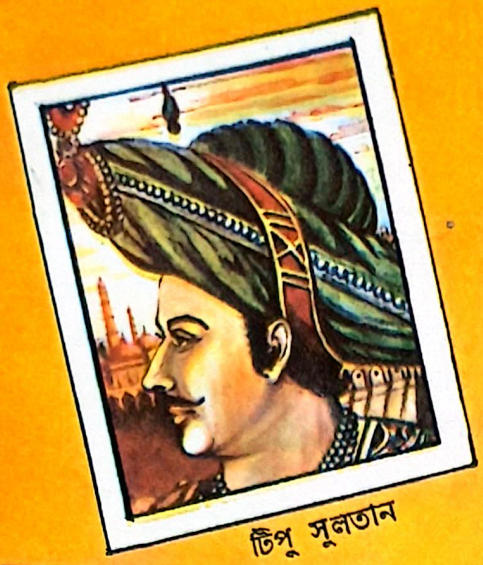
facebook/@maktabatuttalamij

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত শিশু-কিশোর গ্রন্থাবলী

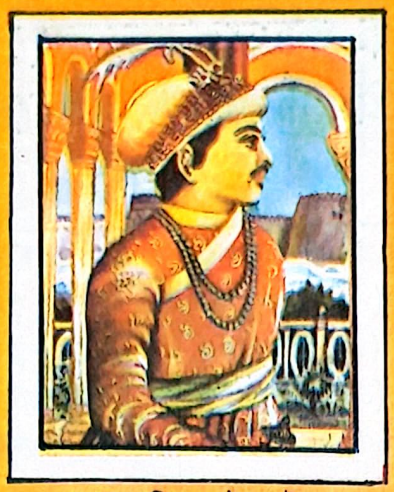
০ ইসলামী ছড়া	(২য় সংস্করণ)	৫·০০
০ রূপকথা নয়	(ঐ)	১০·০০
০ কুদরতী কিসসা	(ঐ)	১১·০০
০ গল্প হলেও সত্যি	(ঐ)	৯·০০
০ নবী-আউলিয়ার কিসসা শোনো	(ঐ)	১০·৫০
০ কল্পলোকের গল্প নয়	(ঐ)	৫·০০
০ কারুনের ধন	(ঐ)	৫·০০
০ ইতিহাসের গল্প শোনো	(ঐ)	৫·০০
০ সোনালী যুগের গল্প	(ঐ)	৫·০০
০ ছোটদের হাজী মুহসিন	(ঐ)	৪·০০
০ হযরত ফাতিমা	(ঐ)	৫·০০
০ হযরত ওয়ায়েস করণী	(ঐ)	৬·০০
০ হযরত সালমান ফারসী	—	৬·৫০
০ হযরত ইবরাহীম (আঃ)	—	৭·০০
০ হযরত মূসা (আঃ)	—	৭·০০
০ হযরত সুলায়মান (আঃ)	—	৬·০০
০ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী	—	৫·০০
০ হযরত আব্দুল কাদের জিলানী	(২য় সং)	১০·০০
০ হযরত ইউসুফ (আঃ)	(ঐ)	৫·০০
০ কাবা শরীফের কাহিনী	—	৮·০০
০ কবে থেকে আযান হোলো	—	৬·০০
০ মসনবীর গল্প	—	৫·০০
০ সৈনিক থেকে সেনাপতি	—	৭·০০
০ ইসলামের গল্প শোনো	—	৫·০০
০ অসি বাজে ঝন্ ঝন্	—	৩·৫০
০ সোনার তশতরী	(২য় সং)	৭·০০
০ ছোটদের শাহ মখদুম	—	৪·০০
০ বেগম রোকেয়া	—	২·৫০
০ আমীর আলী	—	৩·০০
০ চাঁদের দেশে শহর	—	৭·৫০
০ শাহানামার কবি ফেরদৌসী	—	৮·০০
০ শেখ সাদীর গল্প	—	৫·০০
০ ছোটদের নজরুল	—	৭·০০
০ চার অউলিয়ার কাহিনী	—	৭·০০
০ পেয়ারে রসুল	—	৬·২৫
০ ছড়ায় ছড়ায় আরবী শিখি	(২য় সং)	৫·০০
০ ছোটবেলায় শোনা	—	৫·০০
০ দুই সাহাবীর কাহিনী	(২য় সং)	৭·০০
০ অপূর্ব উপহার	—	৬·০০
০ রুমী রিনির ছড়া	—	৫·০০
০ আল্লাহর খোঁজে	(২য় সং)	৯·৫০
০ খোদার রাজ্যে	—	১২·০০
০ আঁধার কেটে আলো	—	৫·০০
০ কেউ নয় ছোট বড়	—	৭·৫০
০ মহাকবি শেখ সা'দী	(২য় সং)	৫.০০
০ দিল্লীর তিন সম্রাট	—	৫·০০
০ তিন মোগল সম্রাট	—	৫·০০
০ গল্প পড়ি জীবন গড়ি	—	৭·০০
০ মহানবীর মহাগুণ	—	৬·০০
০ ছোটদের মৌলভী মুজিবর রহমান	—	৫০০
০ অনেক কিছর আগে	—	৫·০০
০ তিতুমীরের বাঁশের কিল্লা	—	৯·০০
০ ছোটদের বিবি মরিয়াম	(২য় সং)	৮·০০
০ আমি সম্রাট নই	—	৬·০০
০ মরু ঝরণা	—	৬·০০
০ ফুটলো গোলাপ ইরান দেশে	—	৪·০০
০ হাদীসের কাহিনী	(২য় সং)	৭·০০
০ হাবিলদার রজব আলী	—	৫.০০
০ টিপু সুলতান	(সচিত্র) —	১০·০০
০ তিতুমীর	(ঐ) —	১৫·০০
০ নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা	(ঐ) —	১০·০০
০ শেরশাহ	—	১৫·০০
০ ফকীর মজনুশাহ	(ঐ) —	১০·০০
০ মুহাম্মদ-বিন কাশিম	—	১০·০০
০ মুহাম্মদ-বিন বখতিয়ার খিলজী	—	১০·০০
০ ঈসা খান	—	১২·৫০

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও দেশের সম্ভ্রান্ত সমস্ত লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

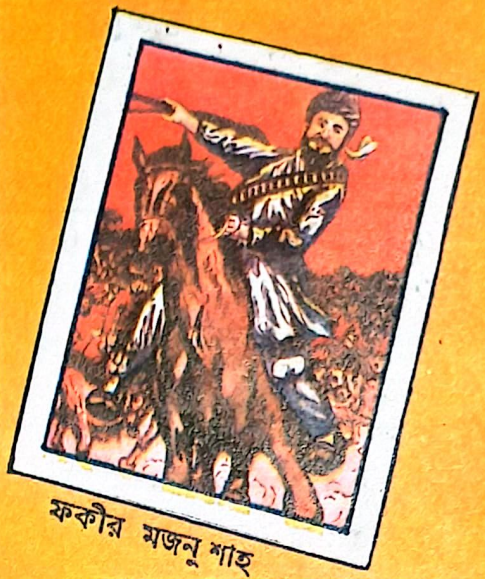
facebook/@maktabatuttalamij



টিপু সুলতান



নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা



ফকীর মজনু শাহ্



মুহাম্মদ বিন্-কাসিম



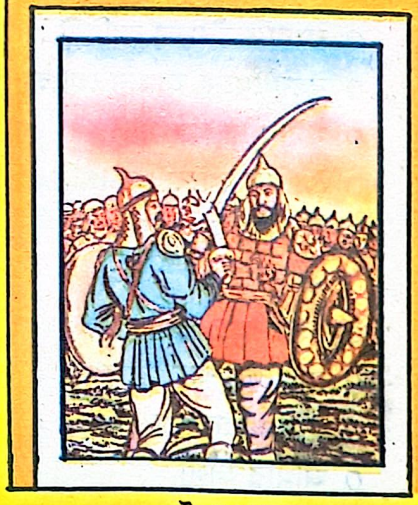
তিতুমীর



শেরশাহ



মুহাম্মদ-বিন-বখতিয়ার খিলজী



ঈসা খান

শীঘ্রই বেরুচ্ছে—বাবর, সুলতান গিয়াসউদ্দিন, বাদশাহ আলমগীর, চাঁদ সুলতানা, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, গাজী সালাহউদ্দীন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২

facebook/@maktabatuttalamij